গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০৪১.০২.০০৪.২০-৪১০

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ / ৩১ আগস্ট ২০২১

বিষয়: ২০২১-২২ অর্থবছরের সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহবান সংক্রান্ত।

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনী ও চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য প্রযোজক/পরিচালক/চলচ্চিত্র নির্মাতা/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার প্রতিষ্ঠান/লেখক/ চিত্রনাট্যকারদের নিকট থেকে প্যাকেজ প্রস্তাব আহবান সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটি আগামী ০১-০৯-২০২১ তারিখে তাঁর পত্রিকায় ০১(এক) দিনের জন্য প্রতিটি সংস্ককরণে ১০X৩ আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা নিয়ে প্রকাশিত ০৪(চার) কপি পত্রিকা এবং ০৪(চার) কপি বিল এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য, ইহা একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তি বিধায় সংশ্লিষ্ট হিসাব রক্ষণ অফিস থেকে প্রাপ্ত চেকের মাধ্যমে বিল পরিশোধ করা হবে।

সংযুক্ত: ১টি বিজ্ঞপ্তি।

৩১/৮/২০২১

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail: sas.flm@moi.gov.bd

প্রতি:

০১। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দৈনিক ইত্তেফাক, ৪০ কাওরান বাজার, ঢাকা-১২২৫।
০২। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, বারিধারা, ঢাকা।
০৩। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দৈনিক আমাদের সময়, ১১৮-১২১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
০৪। বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, The Bangladesh Today, বিটিটিসি বিল্ডিং (লেভেল-০৩), ২৭০/বি, তেজগাঁও, আই/এ, ঢাকা-১২০৮।

অনুলিপি:

০১। প্রধান তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যথাযথভাবে পত্রিকায় প্রচার ও প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০২। সিস্টেম অ্যানালিস্ট, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (বিজ্ঞপ্তিটি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৩। সচিবের একান্ত সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০৪১.০২.০০৪.২০. ৪১০

তারিখঃ ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ / ৩১ আগস্ট ২০২১

সরকারি অনুদানে পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাব আহবান।

চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবীয় মূল্যবোধসম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারি অনুদান প্রদানের উদ্দেশ্যে কাহিনী ও চিত্রনাট্য বাছাইয়ের জন্য প্রযোজক/পরিচালক/চলচ্চিত্র নির্মাতা/চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব/সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পেশাদার প্রতিষ্ঠান/লেখক/ চিত্রনাট্যকারদের নিকট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আহবান করা যাচ্ছে। প্রস্তাব জমাদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবেঃ

শর্তাবলি:

১. শুধু বাংলাদেশের নাগরিকগণ অনুদান প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন। অনুদানপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের সকল শিল্পী/কলাকুশলীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। তবে বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণের জন্য যদি কোনো বিদেশী শিল্পী/কলাকুশলীর প্রয়োজন হয় তাহলে মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে উক্ত শিল্পী/কলাকুশলী চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

২. অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৯ (নয়) মাসের মধ্যে এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের নির্মাণ অনুদানের প্রথম চেক প্রাপ্তির ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।

৩. নির্মাণাধীন, সমাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত কোনো চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য অনুদানের জন্য বিবেচিত হবে না।

৪. অনুদানে নির্মিত/নির্মিতব্য চলচ্চিত্র মৌলিক নয় বলে প্রমাণিত হলে এবং চুক্তিনামার শর্তাবলি বরখেলাপ করলে প্রযোজক অনুদান হিসেবে গৃহীত সমুদয় অর্থ ও সেবার মূল্য রাষ্ট্রীয় কোষাগারে প্রচলিত সুদসহ ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন মর্মে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারপত্র (মূলকপিসহ ১২সেট ফটোকপি) আবেদনপত্রের সঙ্গে দিতে হবে। শর্ত খেলাপকারী সংশ্লিষ্ট প্রযোজকের বিরুদ্ধে সরকার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

৫. প্রতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে সর্বোচ্চ ১০(দশ)টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ও ১০(দশ)টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করা হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সরকার পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ০১(এক)টি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ১(এক)টি শিশুতোষ চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে উপযুক্ত প্রস্তাব না পাওয়া গেলে অনুদান প্রদান বন্ধ অথবা অনুদান প্রদানের সংখ্যা কমানো যাবে।

৬. অনুদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাহিত্য নির্ভর গল্প ও চিত্রনাট্যকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। অনুদানের অর্থ নির্বাচিত চলচ্চিত্রের প্রযোজককে প্রদান করা হবে।

৭. অনুদান প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত এবং অনুমোদিত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে 'পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)' এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রযোজককে 'স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদান নীতিমালা ২০২০ (সংশোধিত)' এর আওতায় অনুদান প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে অনুদান কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে অনুদান প্রদান কার্যক্রম চলাকালীন বর্ণিত নীতিমালা দু'টি সংশোধন করা হলে উক্ত সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী অনুদান প্রদান করা হবে।

৮. সরকারি অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বর্ণিত নীতিমালা ২টি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট (www.moi.gov.bd) এ প্রদর্শিত আছে; যা আবেদনকারীগণ দেখতে পারেন। কোনো বিষয়ে অস্পষ্টতা থাকলে মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

৯. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের প্রতিটির ১২ (বারো) সেট ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র অনুদানের জন্য ১০ (দশ) সেট করে জমা দিতে হবে। প্রস্তাবের সাথে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি/কাগজপত্রাদি দাখিল/উল্লেখ করতে হবে:

(ক) প্রস্তাবিত গল্প ও চিত্রনাট্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক, শিশুতোষ, সাধারণ শাখা না-কি প্রামাণ্যচিত্র তা আবেদনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে;

(খ) দেশি গল্প/কাহিনীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের লিখিত সম্মতি/অনুমতি নিতে হবে। বিদেশি গল্প বা কাহিনীর ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন এর আওতায় সংশ্লিষ্ট লেখক/সংস্থা/প্রকাশকের অনুমতি নিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র দাখিল করতে হবে;

(গ) প্রযোজকের নাম, মোবাইল নম্বরসহ জীবন-বৃত্তান্ত (পিতা-মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, বর্তমান ঠিকানা ও ই-মেইলসহ) সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। বর্তমান ঠিকানা পরিবর্তন হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানাতে হবে;

(ঘ) প্রযোজকের ব্যাংক প্রত্যয়নপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, টিআইএন দাখিলে প্রত্যয়নপত্র এবং চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের প্রত্যয়নপত্র (যদি থাক) দাখিল করতে হবে;

(ঙ) কাহিনী ও চিত্রনাট্যকারের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম এবং পরিচালকের স্পষ্টাক্ষরে পূর্ণ নাম, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা সম্বলিত জীবন-বৃত্তান্ত, মোবাইল নম্বর, টেলিফোন নম্বর, অবশ্যই প্রস্তাবের সাথে দাখিল করতে হবে;

(চ) পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাবের সাথে চলচ্চিত্রের প্রস্তাবিত শিল্পী ও কলাকুশলীদের নাম, ঠিকানা, তাদের শিক্ষাগতযোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতার বর্ণনা, নির্মাণ সংস্থার কারিগরি, আর্থিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতার বিবরণ, আউটডোর শুটিং স্পটের বিবরণ, পরিচালক নির্মিত একটি চলচ্চিত্রের নমুনা ও নির্মিতব্য চলচ্চিত্রের যথার্থ বাজেট বিভাজনসহ নির্মাণ সমাপ্তির শেষ তারিখ উল্লেখ করে দাখিল করতে হবে;

(ছ) প্রস্তাবিত চলচ্চিত্রের কাহিনী সংক্ষেপ দাখিল করতে হবে; এবং

(জ) পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপন সময় (স্থিতি) ০২ ঘন্টা এবং স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপন সময় (স্থিতি) ৩০ মিনিট পর্যন্ত হতে হবে। তবে সরকার এ সময় হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

১০. অনুদানপ্রাপ্ত পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ শেষে সেন্সর সনদ প্রাপ্তি সাপেক্ষে দেশের কমপক্ষে ২০টি সিনেমাহলে মুক্তি দিতে হবে। অনুদানে নির্মিত চলচ্চিত্রগুলো বাংলাদেশ টেলিভিশনের চাহিদা মতে প্রদর্শণের লক্ষ্যে প্রযোজক সরবরাহ করবেন।

১১. কোনো প্রযোজক পর পর ০২(দুই) বছর অনুদান পাওয়ার যোগ্য হবেন না।

১২. একই প্রযোজক/পরিচালককে সাধারণত: দুইবারের বেশি অনুদান প্রদান করা হবে না। তবে একই প্রযোজক ২য় বার অনুদান পাওয়ার পর ০৪ (চার) বৎসর অতিক্রান্ত হলে পুনরায় অনুদানের জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন। একজন প্রযোজক সর্বোচ্চ তিন বারের বেশি অনুদান পাবেন না।

১৩. পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের অনুদান প্রাপ্তির লক্ষ্যে গল্প, চিত্রনাট্য এবং চলচ্চিত্র নির্মাণের সার্বিক পরিকল্পনাসহ পূর্ণাঙ্গ প্যাকেজ প্রস্তাব আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২১ তারিখ বিকাল ৪:০০ টার মধ্যে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র-২ শাখায় পৌঁছাতে হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত কোন প্রস্তাব/আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

১৪. পূর্ণদৈর্ঘ্য ও স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য পৃথক পৃথক প্রস্তাব দাখিল করতে হবে।

১৫. অনুদান প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে এবং অনুদান প্রদানের পরও সরকার যে কোনো যুক্তিসংগত শর্তারোপ করতে পারবে।

৩১/৮/২০২১

(মো: সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব